

সম্পাদকীয় / Editorial

বর্ষশেষের মধ্যরাত্রে যখন পত্রালি থেকে টুপটাপ করে পড়ে শিশিরের ফোঁটা, তখন গীর্জায় গীর্জায় নিক্ষেপ গভীর ঘন্টাধ্বনি সাদরে আহ্বান করে ইংরাজী নববর্ষকে। প্রবহমান জনজীবন যখন নববর্ষকে বরণ করে পরম সমাদরে, গুরুচরণাশ্রিত আমরা সকলে তখন প্রস্তুত হই সেই মাহেন্দ্রক্ষণকে বরণ করতে যা বহণ করে আনে নব উদ্দীপনা। আগামী ১৩ ও ১৪-ই জানুয়ারী ২০১১ গুরুমহারাজগণের শ্রীমন্দিরে পুণ্য লগ্নের দ্বিতীয় বার্ষিকী। ঐ দিনগুলিকে পূজা, ধ্যান, সংসঙ্গ, ভক্তিসঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বাসুন্দর করে তোলার প্রস্তুতি যেমন নেওয়া হয়, তেমনি অন্তঃকরণে আমরা নীরব শপথ নিই আমাদের মনপ্রাণকে শান্ত ও পরিশুদ্ধ করতে, গুরুমহাত্মাগণের দৈবী কৃপালাভের উপযুক্ত করে তুলতে। এই পুণ্যলগ্নে আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি সেই সকল মহাত্মাগণকে যাঁরা কালে-কালান্তরে অবতীর্ণ হয়েছেন এই ধরিত্রীর বুকে, তাঁদের অমল সান্নিধ্যে আমাদের মানবিক দৈন্য ও কুসংস্কার দূরীভূত করতে। পরমপূজ্য শ্রীগুরুনানকজী এমনই এক যুগপুরুষ যিনি আনুমানিক ৫৫০ বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তৎকালীন রক্ষণশীল ও সংস্কারদীর্ঘ ধর্মমতের শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। সেযুগের সামাজিক বৈষম্য বর্জন করে তিনি প্রচার করেছিলেন একেশ্বরবাদে। তিনি প্রচার করেছিলেন ঈশ্বরের অব্যয় অস্তিত্ব — তাঁর প্রকাশের বৈচিত্র্য। তিনি সন্ধান দিয়েছিলেন সং-সুন্দর জীবনে ঈশ্বর মুখিতার মাধ্যমে আত্মসংস্কারের। পৌষ সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে আসুন আমরা সকল গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ শ্রীগুরুনানকজী ও সকল পরমারাধ্য মহাত্মাগণের কাছে নতমস্তকে প্রার্থনা জানাই, “প্রভু, আমাদের মনের তমোনাশ করে — জ্ঞানের আলোকে আমাদের উদ্ভাসিত কর।”



Nature shrouds itself in a blanket of mist as church bells chime to herald the English New Year. As people turn the leaf in time to embrace another year with new hope and jubilation, we stand at the door step of our own mega spiritual event, the second anniversary of the inauguration of our holy Ashram temple, on forthcoming 13th and 14th January 2011 during the Poush Sankranti festivities.

As we look forward to observing this pious day with zeal and devotion with puja, satsang and devotional programmes, we take a fresh resolve in our mind to detach ourselves from the frightening darkness that surrounds us so as to keep our mind pure and pious to receive Divine Grace of our Gurumaharajas. It is an occasion for celebration; at the same time, it an occasion to sing a hymn in praise of all sadgurus, past and present, who has adorned this world in every age to sow the seeds of true spirituality in our mind and deliver us from the shackles of depravity and spiritual bondage. Shri Guru Nanak Dev Ji, who appeared amongst us some 550 years ago, was such a messiah who resurrected our consciousness towards the evils of spiritual bigotry and mental decadence to make our minds a true abode of God. The Paramguru, as he was called, advocated the concept of a supreme Godhead who, although incomprehensible and formless, manifests Himself in all major religions. Denouncing the prevailing custom of social inequality, he preached the concept of one God for all, who is all powerful, all pervading and without discrimination. Living honestly and working hard, keeping God in mind at all times, were his motto. He advised the mankind “apna mool pashaano” (realize your true self) as consciousness alone exists in the supreme form.

On this auspicious occasion, as the conch shells rent the air and heady aroma of incense fills the breeze, we pray with our folded hands to Guru Nanakji and other great Gurus “Oh Master, deliver us from the shackles of ignorance and prepare our mind to embrace the beacon of light from the Supreme Lord”.